সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভস্

এসডিআই নিউজলেটার

অষ্টম সংখ্যা • জুলাই ২০১০ • আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪১৬-১৭ বাংলা

অক্সফাম-জিবি কর্তৃক এসডিআই-এর নতুন প্রকল্প অনুমোদন

অক্সফাম-জিবি এসডিআই প্রস্তাবিত নতুন প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছে। প্রকল্পের নাম Resilience through Economic Empowerment and Community Adaptation Leadership Learning (REE-CALL)। ইতোপূর্বে, মার্চ মাসের ৩০-৩১ তারিখে, প্রকল্পের সম্ভাব্যতা মূল্যায়নের লক্ষ্যে অক্সফাম-জিবি'র প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর (দক্ষিণ) অনিক আসাদ এবং প্রোগ্রাম অফিসার (দক্ষিণ) মিজ্ খোদেজা আকতার রুমী প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকা সন্দ্বীপ পরিদর্শনে যান। ২৬ এপ্রিল তারিখে অক্সফাম-জিবি'র ভারপ্রাপ্ত কান্ট্রি ডিরেক্টর আখতার হোসেন প্রকল্প অনুমোদন সক্রান্ত 'লেটার অব কমিটমেন্ট' প্রদান করেন। প্রকল্পটি সন্দ্বীপ উপজেলার চারটি অতি দুর্যোগপ্রবণ ইউনিয়ন যথাক্রমে রহমতপুর, মুসাপুর, হরিশপুর ও কালাপানিয়ায় বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্পটির সার্বিক লক্ষ্য হল- নেতৃত্বদানের ক্ষমতা অর্জন, জীবিকার উন্নয়ন এবং জলবায়ুর পরিবর্তন ও দুর্যোগজনিত ধাক্কা সামাল দেয়ায় সক্ষম সমাজ গড়ে তোলা।

প্রকল্পটির উদ্দেশ্যসমূহ: ১. দুর্যোগ কবলিত জনগণকে দুর্যোগের ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার ও পরিবর্তিত জলবায়ুর সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার সক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করা। ২. পরিবর্তিত জলবায়ুর সাথে খাপ খাইয়ে নিতে অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর জীবিকার উন্নয়ন ও শক্তিশালীকরণ। ৩. সমাজে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নেতৃত্ব বিশেষ করে নারী নেতৃত্বের বিকাশ ঘটিয়ে বিভিন্ন সেবা ও সুযোগ সুবিধা ভোগ নিশ্চিত করা।

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের সাথে এসডিআই'র ঋণচুক্তি নবায়ন

'এসডিআই-লেদার মার্চেন্ডাইজ এক্সপোর্ট প্রমোশন প্রজেক্ট' একটি পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ প্রকল্প। এ প্রকল্পের অংশীদার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত বাংলাদেশ লেদার সেক্টর প্রমোশন কাউন্সিল (এলএসবিপিসি), মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক এবং এসডিআই। এ প্রকল্পের লক্ষ্য- ঢাকা নগরের চামড়াজাত পণ্যের ক্ষুদে উৎপাদকদের রপ্তানী মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদনের সক্ষমতা বাড়ানো ও রপ্তানীকারক পর্যায়ে উন্নীত করা। ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে এ পাইলট প্রকল্পের ঋণ বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়। মোট ৫৭৯ জন চামড়াজাত পণ্য প্রস্তুতকারককে Dedicated Credit line-এর আওতায় পর্যায়ক্রমে ঋণ দেয়া হচ্ছে। গত ২ বৎসরে প্রতি কারখানাকে ন্যূনতম ২ লক্ষ টাকা বন্ধকবিহীন ঋণ দেয়া হয়েছে। এ বছরের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত মোট ২ কোটি টাকা ঋণ দেয়া হবে। মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড Dedicated Credit line-এর আওতায় ১ কোটি টাকা ঋণ বরাদ্দ করে এবং প্রথম কিস্তিতে ৫০ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করে।

ধামরাইয়ে কৃষাণ-কৃষাণী মেলা

উন্নত চাষাবাদের মাধ্যমে অথবা উন্নত কৃষি প্রযুক্তি প্রয়োগ করে কৃষিপণ্য উৎপাদনে কৃষাণ-কৃষাণীদের উৎসাহ যোগান ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে গত ২ ডিসেম্বর, ২০০৯, বুধবার ধামরাইয়ে প্রথমবারের মত কৃষাণ-কৃষাণীদের নিয়ে ঈদ আনন্দ মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসডিআই-এর 'প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা' কর্মসূচির আওতায় এ মেলার আয়োজন করা হয়। মেলায় বিভিন্ন জাতের বীজ, লোকজ কৃষি সরঞ্জাম প্রদর্শিত হয়। মেলায় 'কৃষি তথ্য ও সম্প্রসারণ দপ্তর' কর্তৃক স্থাপিত স্টল থেকে কৃষাণ-কৃষাণীদের আধুনিক কৃষির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত করা হয়। এছাড়া স্কুলগামী শিশুদের জন্য চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। মেলার অন্যতম আকর্ষণ ছিল কৃষাণ-কৃষাণীদের নিয়ে আয়োজিত বিভিন্ন ধরনের গ্রামীণ খেলা। মেলায় নারী ও শিশুদের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ ছিল।

সেরা স্টল, চিত্রাংকন প্রতিযোগী ও খেলোয়াড় কৃষাণ-কৃষাণীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এসডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক সামছুল হক। প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন স্থানীয় সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব বেনজীর আহমেদ, বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মো: আবুল হোসেন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন সূতিপাড়া ইউপি চেয়ারম্যান মো. দেলোয়ার হোসেন প্রমুখ।

দারিদ্র্য নিরসনে লাগসই প্রযুক্তি- শীর্ষক মেলায় এসডিআই উদ্ভাবিত জ্বালানী কেক ও পল্লী ফ্রিজ

গত ১৮ অক্টোবর, ২০০৯ আন্তর্জাতিক সংস্থা 'SHIREE'র উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হলো দারিদ্র্য নিরসনে লাগসই প্রযুক্তির ওপর একদিনের মেলা। মেলায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তি প্রদর্শনের জন্য হাজির করে। এসডিআই তার উদ্ভাবিত জ্বালানী কেক ও পল্লী ফ্রিজ (Pot in pot) প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে। মেলায় প্রচুর দর্শকের সমাগম হয়। বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় তথ্য মন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ এসডিআই-এর স্টল পরিদর্শন করেন। ডিএফআইডি-এর ভারপ্রাপ্ত প্রধান John Mcalpine, SCF-US এর কান্ট্রি ডিরেক্টর সুমন সেনগুপ্ত ও ইউএসএআইডি কর্মকর্তা Mr. Carry Gordon এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডিজাইন, প্যাটেন্ট ও ট্রেডমার্ক দপ্তরের মো: এনামুল হক এসডিআই-এর স্টল পরিদর্শন করেন ও প্রযুক্তি দু'টির প্রশংসা করেন।

সম্পাদকীয়

পিকেএসএফ-এর বর্তমান পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও সমাজচিন্তক ড. কাজী খলিকুজ্জামান-এর প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে দরিদ্র পরিবারের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মসূচি-সমৃদ্ধি প্রকল্প শুরু হয়েছে। আমরা এ জন্যে পিকেএসএফ-এ বর্তমান নেতৃত্ব এবং বিশেষভাবে ড. কাজী খলিকুজ্জামানের প্রতি আমাদের অভিনন্দন ও সার্বিক সমর্থন জানাচ্ছি। 'সমৃদ্ধি' প্রকল্পের মূল ভিশন হচ্ছে- দরিদ্র পরিবারের নাগালে যে সম্পদ সক্ষমতা আছে তা সর্বোচ্চসম্ভব সদব্যবহার এবং সেই সাথে তাদের সম্পদ ও সক্ষমতার যথাযথ উন্নয়ন। আর এ ধারণা বাস্তবায়নে যে তাত্ত্বিক ভিত্তি কাজ করছে তা হলো ক্ষুদ্রঋণ এককভাবে দারিদ্র নিরসনে কার্যকর পন্থা নয়। এর জন্যে চাই আরো অন্যান্য ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক হস্তক্ষেপ। 'সমৃদ্ধি' প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো দারিদ্র্য নিরসনের একটি নতুন কৌশলের মডেল পরীক্ষা নিরীক্ষা যার সুনির্দিষ্ট ২টি লক্ষ্য হচ্ছে- (ক) লক্ষ্যভুক্ত দরিদ্র পরিবার সমূহের ক্ষমতায়ন ও দারিদ্র্যের প্রকোপ টেকসইভাবে লাঘবকরণ এবং (খ) GO-NGO সহযোগিতার ক্ষেত্রে তৃণমূল পর্যায়ে একটি নতুন বাতায়ন উন্মোচন। প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন শেষে বর্তমান একমাত্র ঋণ দান মাত্রিক আঙ্গিকের রূপান্তর ঘটিয়ে একটি সমন্বিত দারিদ্র লাঘবকেন্দ্রিক বহুমাত্রিক বিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হবে। এই বিবর্তন বর্তমান সরকারের ভিশন-২০২১ অর্জনের ক্ষেত্রে অবদান রাখতে সক্ষম হবে। কর্মসৃজন ও দারিদ্র নিরসনের লক্ষণীয় ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রঋণ দানকারী সংস্থা তথা 'এমএফআই'দের ভূমিকা অধিকতর প্রতিভাত হবে। সর্বোপরি 'এমএফআই' ও স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ)-এর মধ্যে নতুন মেলবন্ধনের সূচিত হবে যার ফলশ্রুতিতে টেকসই গ্রামীণ উন্নয়ন ও দারিদ্র নিরসনের নতুন কার্যকর মডেল রাষ্ট্রের কাছে তুলে ধরা হবে।

প্রাথমিক পর্যায়ে ২১টি ইউনিয়নে 'সমৃদ্ধি' প্রকল্পের মডেল বাস্তবায়ন করা হবে। পিকেএসএফ অতি সুনির্বাচিত ২১টি এমএফআইকে এ কর্মসূচীর অংশীদার করেছে, এসডিআই তার মধ্যে অন্যতম। 'এসডিআই' চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার হরিশপুর ইউনিয়নে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ হাতে নিয়েছে। এ প্রকল্পের তথ্যগত ধারণার বাস্তব রূপদানের লক্ষ্যে এসডিআই তার সকল উদ্যম ও কর্মনিষ্ঠ প্রয়োগে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

উপ-নির্বাহী পরিচালকের মাতা ও পিতার মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব

বিগত ১৯ অক্টোবর, ২০০৯ তারিখে এসডিআইর উপ-নির্বাহী পরিচালক মো: আবু বকর সিদ্দিক-এর মাতা ইন্তেকাল করেন। তার মাত্র ৪০ দিন পর ২৮ ডিসেম্বর ২০০৯ তার পিতাও ইন্তেকাল করেন। নির্বাহী পরিচালক ও কেন্দ্রীয় কর্মকর্তাগণ জানাজা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

গত ১৫ জানুয়ারি, ২০১০ অনুষ্ঠিত ১৩৪তম নির্বাহী সভায় উপ-নির্বাহী পরিচালক-এর মাতা ও পিতার মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন নির্বাহী পরিচালক সামছুল হক।

সভায় পরিবারের শোক সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ ও বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয় এবং দাঁড়িয়ে ১ মিনিট নিরবতা পালনের মাধ্যমে বিদেহী আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

চিত্রে এসডিআই কর্মকান্ড

হরিশপুর ইউনিয়ন পরিষদ সম্মেলন কক্ষে ENRICH প্রকল্প সংক্রান্ত মতবিনিময় সভা : প্রধান অতিথি পিকেএসএফ-এর মহা-ব্যবস্থাপক মো. ফজলুল কাদের, বিশেষ অতিথি পিকেএসএফ-এর সহকারী মহা-ব্যবস্থাপক মো. আব্দুল মতিন ও এসডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক সামছুল হক, সভাপতিত্ব করেন হরিশপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান কাজী আরিফ।

সূত্রাপুর ও লালবাগ এলাকায় ক্ষুদ্র পাদুকা প্রস্তুতকারীদের সাথে মতবিনিময় সভায় পিকেএসএফ-এর মহা-ব্যবস্থাপক মো: ফজলুল কাদের

বিএলএসসি প্রকল্প পরিচালক এম.এ মালেক-এর সাথে পিকেএসএফ-এর মহা-ব্যবস্থাপক মো: ফজলুল কাদের, সোনালী ব্যাংকের সাবেক এমডি ও আইটিসি কনসালটেন্ট মোহাম্মদ হোসেন এবং এসডিআই-এর নির্বাহী পরিচালকসহ অন্যান্য প্রতিনিধি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব জনাব মো: নজরুল ইসলাম খান (মাঝে) চরাঞ্চলে সৌরবিদ্যুৎ প্রচলনের বিষয়ে এসডিআই-এর নির্বাহী পরিচালকসহ একটি সমীক্ষ দলের সাথে মতবিনিময় করেন।

এক নজরে ২০০৯-২০১০ সালের ঋণ কার্যক্রম

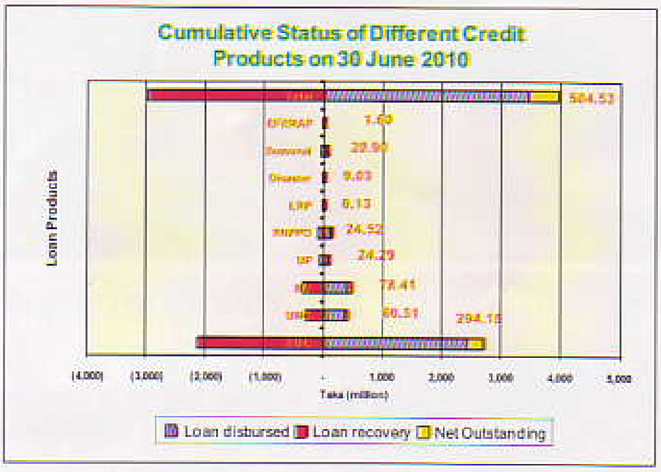

Particulars	Target	Achievement	Achieved (Rate)
No. of Branch	56	50	89%
No. of Field Worker	204	197	97%
No. of Member	81,600	63,778	78%
No. of Borrower	72,040	52,701	73%
Loan Outstanding (million Tk.)	68.03	50.45	74%
Savings Outstanding (million Tk.)	14.41	12.25	85%
Member Security Balance (Tk.)	52.47	33.08	63%
Overdue (million Tk.)	21.86	25.11	115%
Surplus (million Tk.)	10.49	4.37	42%

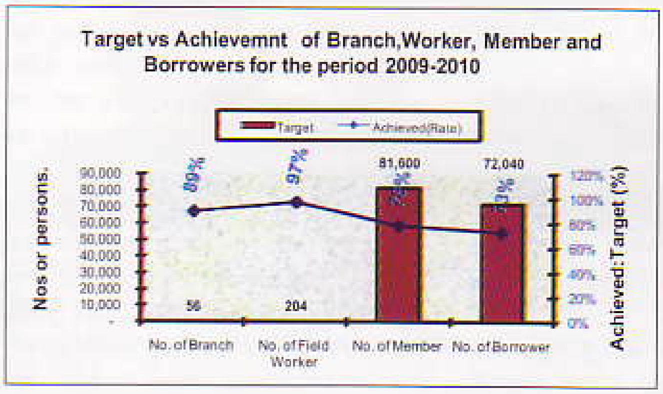

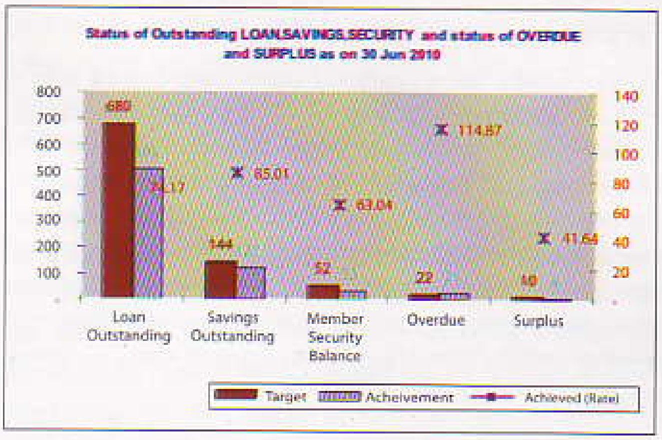

SL	Particulars	June'10
1	Ratio of Field Worker (FW) : Total Staff	61:1
2	Borrower : All Staff (ratio)	164:1
3	Average Group Size (members /group)	18:1
4	Avg. # of Group per field worker (gr.)	18:1
5	Avg # Members per FW	324:1
6	Avg # of Borrowers per FW	268:1
7	Avg Loan Outstanding per FW (Tk.)	2,561,076
8	Avg. Loan Outstanding: All Staff (tk/staff)	1,566,869
9	Avg. Loan outstanding per branch (Tk.)	10,090,638
10	New Overdue (Tk.)	924,063
11	On time recovery Rate (OTR) [%]	98.78
12	Cumulative Recovery Rate (CRR) [%]	99.16
13	Portfolio at Risk (PAR) [%]	5.63
14	Default Ratio (DR)[%]	4.98
15	Member Drop out Ratio (%)	41
16	Savings : Loan Outstanding (%)	24.28
17	Rate of regular Loan outstanding (%)	95.02
18	Borrower : Member (%)	82.63
19	Average Loan Size (Tk/loanee)	18,254
20	Rate of surplus over gross income (%)	4

এসডিআই-এর প্রকল্প এলাকা সম্প্রসারণ

এসডিআই তার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম এলাকা সম্প্রসারণ অব্যাহত রেখেছে। নতুন বছরে এসডিআই যথাক্রমে কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ, নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার জমিদারহাট ইউনিয়ন এবং মানিকগঞ্জ জেলার সিঙ্গাইর উপজেলার জামশা ইউনিয়নে কার্যক্রম সম্প্রসারণ করেছে। এ লক্ষে মোট ৪টি নতুন শাখা খোলা হয়েছে। এ নিয়ে এসডিআই মোট ৭টি জেলার ২৬টি উপজেলায় ৫০টি ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শাখার সম্প্রসারণ করল।

এসডিআই শুরু থেকে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় উন্নয়ন ও ক্ষুদ্রঋণ সেবা দিয়ে আসছে (ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা প্রবণ এলাকা)। পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাগণের মাঠ পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা যায় যে এসডিআই-এর বেশিরভাগ ঋণ কর্মসূচি এলাকাগুলো অধিক দুর্যোগ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় অবস্থিত। যে কোন সময় শাখাগুলো প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকির মধ্যে পরতে পারে। এ প্রেক্ষিতে ঝুঁকিপূর্ণ ও অঝুঁকিপূর্ণ এলাকার মধ্যে ভারসাম্য আনয়নে বর্তমানে এসডিআই কম ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় ঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করছে।

গরু মোটাতাজাকরণ ও গাভী পালন প্রশিক্ষণ

গত ১৫-১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১০ তারিখে পিকেএসএফ-এর ফেভেক প্রকল্পের অর্থায়নে ধামরাই থানা সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এসডিআই ধামরাই অঞ্চলের বিভিন্ন সমিতির এমই সদস্যদের 'গরু মোটাতাজাকরণ' বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করেন এসডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক সামছুল হক, উপস্থিত ছিলেন ধামরাই উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মো: নাসির উদ্দিন, পিকেএসএফ-এর সহকারী ব্যবস্থাপক মিজ্ মাহমুদা মোরশেদ, এসডিআই-এর মাইক্রোএন্টাপ্রাইজ সেলের প্রধান সিএমও মো: কামরুজ্জামান। প্রশিক্ষণ সমন্বয়ক ছিলেন ধামরাই অঞ্চলের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মো: নূরুল ইসলাম। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন ধামরাই উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডা: বিনয় কুমার নাগ ও ভেটেনারি সার্জন ডা: মো: জহিরুল ইসলাম।

গত ১৩-১৬ মার্চ, ২০১০ তারিখে পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে এসডিআই মানিকগঞ্জ সদর শাখা কার্যালয়ে ঘিওর অঞ্চলের সমিতির এমই সদস্যদের গাভী পালনের ওপর প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করেন পিকেএসএফ-এর সহকারী মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) মিজ্ সারা জেসমিন। আরো উপস্থিত ছিলেন এসডিআই-এর সেন্ট্রাল মনিটরিং অফিসার ও মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ সেলের প্রধান মো: কামরুজ্জামান। প্রশিক্ষণ সমন্বয় করেন ঘিওর অঞ্চলের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মো: সামছুদ্দোহা। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন মানিকগঞ্জ উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডা: আ: রাজ্জাক। এ ছাড়া পিকেএসএফ ও এসডিআই-এর কয়েকজন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণে মোট ২০ জন প্রশিক্ষনার্থী অংশগ্রহণ করেন।

'সম্মৃদ্ধি' প্রকল্পের ওপর মতবিনিময় সভা

গত ২২ জুলাই, ২০১০ 'সম্মৃদ্ধি' প্রকল্পের সাথে যুক্ত ২১টি এনজিও-এর নির্বাহী প্রধান এবং ২১টি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের নিয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ-এর হল রুমে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জামান। মতবিনিময় সভায় এসডিআই নির্বাচিত হরিশপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মো: কাজী আরিফ তার এলাকায় যেসব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা সম্ভব তার একটি লিখিত তালিকা উপস্থপন করেন।

ক্ষুদ্র উদ্যোগ ও ঋণ কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ

গত ৭-৯ নভেম্বর, ২০০৯ তারিখে এডিএ বাংলাদেশ-এর লালমাটিয়া ভেন্যুতে এসডিআই-এর সকল মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ সুপারভাইজার ও সিনিয়র ক্রেডিট অফিসারদের জন্য ৩ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ৩০ জনের ১টি ব্যাচকে দেয় 'ক্ষুদ্র উদ্যোগ ও ঋণ কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা" বিষয় প্রশিক্ষণ কোর্সটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এসডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক সামছুল হক এবং উদ্বোধন করেন পিকেএসএফ-এর এজিএম মিজ্ সারা জেসমিন। আরো উপস্থিত ছিলেন এসডিআই-এর উপ-নির্বাহী পরিচালক মো: আবু বকর সিদ্দিক, সিসিএম মো: মোকলেছুর রহমান এবং প্রশিক্ষণের কোর্স কো-অডিনেটর মো. কামরুজ্জামান।
সংস্থার ক্ষুদ্র উদ্যোগ ও ঋণ কর্মসূচি পরিচালনায় দক্ষতা বৃদ্ধি ও আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণটির আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু ছিল বাংলাদেশের ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতের পর্যালোচনা, ক্ষুদ্র উদ্যোগ ব্যবস্থাপনায় মূল ধারণা, ক্ষুদ্রঋণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ কি এবং এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়, এমই সদস্য নিবার্চন প্রক্রিয়া, ভাল সদস্যের বৈশিষ্ট্য, ক্ষুদ্র উদ্যোগ ব্যবস্থাপনা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, আয়-ব্যয় বিশ্লেষণ প্রস্তুত করা, ঋণ ফেরৎ দানের যোগ্যতা, মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ঋণ প্রস্তাবের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ, ঋণের নথিপত্র ও ঋণের প্রোফাইল পূরণ, মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ঋণ কার্যক্রম ও তত্ত্বাবধান এবং মনিটরিং। তাছাড়া ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের শাখাগুলোর ক্ষুদ্র উদ্যোগ কার্যক্রমের জন্য তহবিল চাহিদা নিরূপণ বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

অক্সফাম হিউম্যানিটারিয়ান প্রোগ্রামের কর্মকর্তাদের সিবিডিআরএম প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন

গত ২৭-২৮ ডিসেম্বর, ২০০৯ অক্সফাম-জিবি'র প্রোগ্রাম কোঅডিনেটর কায়সার রিজভি ও প্রোগ্রাম অফিসার খোদেজা আক্তার রুমী এসডিআই-এর সিবিডিআরএম প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন। তারা প্রথমে উড়িরচরে এ প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। সিবিডিআরএম প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডগুলো হলো জলোচ্ছ্বাস থেকে গবাদি পশু রক্ষার জন্য তৈরি কিল্লা (উঁচু স্থান), জরুরী ত্রাণ কার্যক্রম চালানোর জন্য পরিচালিত জরুরি স্টোর, স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদি। তাঁরা সবজি আবাদকারী সুবিধাভোগীদের সাথে মত বিনিময় করেন। বিভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর ব্যবহৃত পল্লী ফ্রিজের কার্যকারিতা সম্পর্কে অবহিত হন। উড়িরচর পরিদর্শন শেষে মূলদ্বীপ সন্দ্বীপে এসে সিবিডিআরএমপি'র সকল কর্মকর্তা-কর্মীদের সাথে প্রকল্প পরিদর্শন অভিজ্ঞতা বিনিময় বৈঠক করেন। এছাড়াও সন্দ্বীপস্থ এসডিআই-এর অন্যান্য প্রগ্লের কর্মকর্তা-কর্মীদের সাথে অক্সফাম-এর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন কর্মসূচির ভবিষৎ গতি-প্রকৃতি নিয়ে আলোচনায় করেন। ৩০ ডিসেম্বর ২০০৯ তারা ঢাকায় ফিরে আসেন।

বন্ধু চুলা: এসডিআই-জিটিজেড পার্টনারশিপ চুক্তি

'বন্ধু চুলা'র ব্যবহার ছড়িয়ে দিতে এসডিআই জার্মান টেকনিক্যাল কো-অপারেশন (GTZ) এর সাথে পার্টনারশিপে কাজ করার চুক্তি করেছে। 'বন্ধু চুলা'র সুবিধাগুলি হচ্ছে– তাড়াতাড়ি রান্না করা যায়, জ্বালানি খরচ অর্ধেক কমায়। নারীরা বাচ্চাদের দেখাশোনাসহ পারিবারিক অন্যান্য কাজে বেশি সময় দিতে

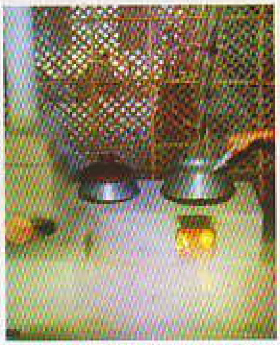

পারে। রান্নাঘর ধোঁয়া ও দূষণমুক্ত রাখে। রান্নাঘর পরিচ্ছন্ন (কালি ও ঝুলমুক্ত) থাকে। অগ্নিজনিত দুর্ঘটনার সম্ভাবনা কমায়। হাড়ি-পাতিল কম কালিযুক্ত হয়। চোখ জ্বালা, হাঁপানি, মাথা ব্যাথা ও ক্যান্সারের মতো রোগের ঝুঁকি কমায়। সর্বোপরি গ্রীন হাউজ ইফেক্ট কমাতে সাহায্য করে।

এবার সুস্থতা সনদসহ কোরবাণীতে গরু বিক্রি করবে এসডিআই সদস্যগণ

মানিকগঞ্জ ও ধামরাই অঞ্চলে-

- গরু মোটাতাজাকরণ বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন
- মৌসুমী ঋণ বিতরণ
- বৃক্ষরোপন অভিযান কার্যক্রম

মানিকগঞ্জ: গত ১৪ জুন, ২০১০ তারিখে এসডিআই মানিকগঞ্জ অঞ্চলের উদ্যোগে মৌসুমী ঋণ বিতরণ, গরু মোটাতাজাকরণ বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন ও গাছের চারা বিতরণ অনুষ্ঠান মানিকগঞ্জ জেলা পরিষদের হল রুমে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন মানিকগঞ্জ জেলার প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা মো: হোসেন আহম্মদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এসডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক মো: সামছুল হক। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডা: রেজ্জাকুল হায়দার ও বিভিন্ন মিডিয়া প্রতিনিধি। এছাড়া এসডিআই-এর কেন্দ্রীয় কর্মকর্তা মো: কামরুজ্জামান, মো: হারুনুর রশীদ, মানিকগঞ্জ অঞ্চলের আর.এম, বি.এম এবং ৮০ জন দলীয় সদস্য উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে উপজেলা চত্বরে বৃক্ষ রোপন অভিযান-২০১০ উপলক্ষে একটি র‌্যালী বের করা হয়।

এসডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক তাঁর শুভেচ্ছা বক্তব্যে গরু মোটাতাজাকরণ, গাছ লাগানো ইত্যাদির গুরুত্বের ওপর আলোচনা করেন। মৌসুমী ঋণ-বীমা চালু করা হয়েছে এ বিষয়েও তিনি সকলকে অবহিত করেন। তিনি প্রাণী সম্পদকর্মকর্তার উদ্দেশ্যে বলেন, এসডিআই-এর সদস্য বা এই উপজেলার সাধারণ দরিদ্র নারী এবং পুরুষেরা যে সকল গরু মোটাতাজা করবেন তাঁর ওপর উপজেলা প্রাণী সম্পদ বিভাগ হতে গরুগুলি দেখে এবং বিভিন্ন বিষয় যাচাই করে যদি একটি করে সার্টিফিকেট দেয় তাহলে তাদের গরুগুলি হাটে ভাল দামে বিক্রি করতে পারবে, এতে করে এলাকার দরিদ্র পরিবারগুলি উপকৃত হবে। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে গরু মোটাতাজাকরণ বিষয়ে আলোকপাত করেন এবং এসডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক-এর প্রস্তাব অনুযায়ী সার্টিফিকেট দেয়ার আশ্বাস প্রদান করেন। সবশেষে ৮০ জন সদস্যের মধ্যে বিনা মূল্যে প্রতিজনকে ১টি করে ফলদ, ১টি বনজ ও ১টি ঔষধি উদ্ভিদ মোট ৩টি করে গাছের চারা এবং ২০,০০০ টাকা করে ঋণ বিতরণ করা হয়। পরে উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডা: রেজ্জাকুল হায়দার গরু মোটাতাজাকরণের ওপর ওরিয়েন্টেশন প্রদান করেন।

ধামরাই: গত ১৫ জুন ২০১০ তারিখে এসডিআই ধামরাই অঞ্চলের উদ্যোগে মৌসুমী ঋণ বিতরণ, গরু মোটাতাজাকরণ বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন ও বৃক্ষ রোপন অভিযান-২০১০ এর র‌্যালী, গাছের চারা বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন ধামরাই উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান মো: আবুল হোসেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এসডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক সামছুল হক। আরো উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা মো: হাবিবুর রহমান, ভেটেনারী সার্জন ডা: এম জহিরুল ইসলাম, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ও বিভিন্ন মিডিয়া প্রতিনিধি। এছাড়া এসডিআই-এর কেন্দ্রীয় কর্মকর্তা মো: কামরুজ্জামান, মো: হারুনুর রশীদ, ধামরাই অঞ্চলের আর.এম, বি.এম এবং ১০০ জন দলীয় সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

এসডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক তাঁর শুভেচ্ছা বক্তব্যে গরু মোটাতাজাকরণ, গাছ লাগানো ইত্যাদি বিষয়ের ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেন। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, গরুমোটাতাজাকরণ করে আমাদের দেশের দরিদ্র পরিবারগুলি আর্থিকভাবে অনেক লাভবান হবে। এ ব্যাপারে এসডিআই যেভাবে দরিদ্র পরিবারকে সহযোগিতা করেছে আমি আশা করি অন্যান্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এইভাবে যদি গরু মোটাতাজাকরণের বিষয়ের ওপর এগিয়ে আসে তাহলে আমাদের দেশে মাংসের ঘাটতির পরিমাণ কমে আসবে এবং দরিদ্র পরিবারগুলির আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পাবে। তিনি আরো বলেন, এসডিআই বৃক্ষরোপন অভিযান শুরু করেছে তা সত্যিই প্রসংশার দাবিদার।

এছাড়া অনুষ্ঠানে অন্যান্য বক্তারা গরু মোটাতাজাকরণ, বৃক্ষরোপন এবং ঋণ বিতরণের বিভিন্ন সফল দিক তুলে ধরেন এবং এই ধরনের প্রকল্প এসডিআই বাস্তবায়ন করেন বলে তারা এসডিআই-এর প্রসংশা করে। প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে উপজেলা প্রাণী সম্পদ বিভাগ গরু মোটাতাজাকরণের ভ্যাকসিন ও কৃমিনাশক ঔষধ দেয়ার আশ্বাস প্রদান করেন। উদ্বোধন শেষে ১০০ সদস্যর মধ্যে বিনা মূল্যে প্রতিজনকে ১টি ফলদ, ১টি বনজ ও ১টি ঔষধি উদ্ভিদসহ মোট ৩টি গাছের চারা এবং ২০,০০০ টাকা করে ঋণ বিতরণ করা হয়। এর পরে উপজেলা চত্বরে বৃক্ষরোপন অভিযান-২০১০ উপলক্ষে র‌্যালী বের করা হয়। পরে ভেটেনারী ডাক্তার গরু মোটাতাজাকরণের ওপর ওরিয়েন্টেশন প্রদান করেন।

এসডিআই নির্বাহী পরিচালকের ৫১তম জন্মদিন পালিত

গত ৮ আগস্ট ২০১০ ছিল এসডিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব সামছুল হক-এর ৫১তম জন্মদিন। এ উপলক্ষে সংস্থার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সাদামাটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সংস্থার সহকর্মীগণ তাঁকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। সহকর্মীদের ভালোবাসায় সিক্ত, আবেগ-আপ্লুত নির্বাহী পরিচালক বলেন, কাজকে ভালোবাসলে কাজের মধ্যে আনন্দ পাওয়া যায়। এ বছর আমরা আমাদের ভালোবাসা ও কর্মকৌশল দিয়ে জয় করবো দারিদ্র্যকে।

সাহাত্তননেছা-সামাদ ফাউন্ডেশনের বৃত্তি প্রদান

গত ৭ মে মরহুমা সাহাত্তননেছার ৪র্থ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে প্রধান অতিথি হিসেবে ঢাকা-২০ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব বেনজীর আহমদ সাহাত্তননেছা-সামাদ ফাউন্ডেশন (এসএসএফ) কর্তৃক নির্বাচিত ১০ শিক্ষার্থীর মধ্যে বৃত্তি প্রদান করেন ও মিলাদে শরিক হন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধামরাই উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মো: তমিজ উদ্দিন। এছাড়া রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নেতৃবৃন্দ, এসডিআই কেন্দ্রীয় কার্যালয় ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মীবৃন্দ, মরহুমার আত্মীয়-স্বজন, শুভাকাঙ্ক্ষী ও গ্রামবাসীরা মিলাদে অংশ নেন।

পাকিস্তানে নিযুক্ত হাই কমিশনার ধামরাইয়ের কৃতি সন্তান সোহরাব হোসেনের সংবর্ধনা

গত ৯ জুলাই ২০১০ এ ঢাকাস্থ ধামরাই সমিতি কর্তৃক বিশিষ্ট পেশাদার কূটনীতিবিদ জনাব সোহরাব হোসেনকে, পাকিস্তানের হাই কমিশনার পদে নিযুক্ত হওয়ায়, জাতীয় যাদুঘরের প্রধান মিলনায়তন-এ এক অনাড়ম্বর গণসংবর্ধনা দেয়া হয়। তিনি ঢাকা-২০ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব বেনজীর আহমেদ-এর জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা। অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য রাখেন এসডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব সামছুল হক, শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন শিল্প উদ্যোক্তা জনাব সারোয়ার আহমেদ, এডাব চেয়ার ও সজাগের পরিচালক জনাব মো: আব্দুল মতিন, ধামরাই উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান জনাব আবুল হোসেন, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক জনাব নুরুজ্জামান, বিশিষ্ট শিল্পপতি হাসিবুর রহমান (কাসেম), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মাসুদ আহমেদ। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মুক্তিযুদ্ধের বিশিষ্ট সংগঠক সাবেক সংসদ সদস্য আলহাজ্ব জামাল উদ্দিন আহমেদ। সভাপতিত্ব করেন ঢাকাস্থ ধামরাই সমিতির আহবায়ক এ্যাডভোকেট কাজি ফারুক আহমেদ। উল্লেখ্য, জনাব সোহরাব হোসেন থাইল্যান্ড, কানাডাসহ অনেক দেশের এ্যামবেসেডর হিসেবে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি UN ESCAP, Bangkok-এর স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছেন। এসডিআই ও সজাগ অনুষ্ঠান আয়োজনে বিশেষভাবে সহায়তা করে। তাছাড়া মি. সারোয়ার আহমেদ, মি. আব্দুল আলিম খান সেলিমসহ বেশ কয়েকজন ব্যক্তিবর্গও সহায়তা করেন।

ভালুম এ আর খান স্কুল ও কলেজের ঈদ পুনর্মিলনী ও ৫০ বছর পূর্তি উৎসব

৪ ডিসেম্বর ধামরাইয়ের ভালুম আতাউর রহমান খান স্কুল ও কলেজে ছিল সাজ সাজ রব। ১৯৯৪ সালের এসএসসি ব্যাচের সংগঠন 'বন্ধন-৯৪' এর উদ্যোগে ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে কলেজ প্রাঙ্গণে ঈদ পুনর্মিলনী, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ধামরাইয়ের কৃতিসন্তান, সমাজ সেবক এসডিআই নির্বাহী পরিচালক সামছুল হক।

'বন্ধন-৯৪'-এর সভাপতি ছাত্রদল নেতা শিল্পপতি ইয়াছিন ফেরদৌস মুরাদের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন প্রধান অতিথি জাবি ভিসি প্রফেসর ড. শরীফ এনামুল কবীর, বিশেষ অতিথি ধামরাই উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগ নেতা আলহাজ্ব মো: আবুল হোসেন, সূতিপাড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো: দেলোয়ার হোসেন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের চেয়ারম্যান ড. অসিতবরণ পাল। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ভালুম আতাউর রহমান খান স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ এম.এ জলিল। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন 'বন্ধন-৯৪' এর সাধারণ সম্পাদক নুরুজ্জামান, উপজেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক ইবাদুল হক জাহিদ প্রমুখ।

সৌহার্দ্য কর্মসূচির সমাপ্তি

সার্বিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অনন্য সাফল্য

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১০, Strengthening the Household Ability to Respond to Development Opportunities (SHOUHARDO) প্রকল্পের এসডিআই-এর ৪ বৎসর ব্যাপী কার্যক্রমের সফল সমাপ্তি হয়েছে। প্রকল্পটির পাইলট পর্ব সূচিত হয় ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে।

প্রকল্প এলাকা ও ব্যয়

চট্টগ্রাম জেলার দ্বীপ উপজেলা সন্দীপের ১৩টি ইউনিয়নে ৫২টি নির্বাচিত পাড়ায় বসবাসকারী ৭৫০২টি খাদ্য নিরাপত্তা ঝুঁকিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যগণ এ প্রকল্পের লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠী। এর মধ্যে ১৯৬৯টি হতদরিদ্র পরিবারও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। সর্বমোট ৬৬,৯৭৯,০৯১ টাকা নগদ ও ৯৫৫ টন পণ্য সাহায্য (ভোজ্য তেল, ডাল, গম) যার বাজার মূল্য আনমানিক ২.৮ কোটি টাকা এ প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যয়িত হয়েছে। এ প্রকল্পে ৩৭ জন কর্মকর্তা ও কর্মী ও ২১৭ জন কমিউনিটি ভলান্টিয়ার কর্মরত ছিলেন।

প্রকল্প কার্যক্রম

এ প্রকল্পের লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠিকে মূলত: দুই ধরনের কার্যক্রমের আওতায় সম্পৃক্ত করা হয়, যথা–

ক. Core Occupational Group বা মূল পেশাভিত্তিক দল কার্যক্রম ও

খ. Mother and Child Nutrition (মাতা ও শিশু পুষ্টি) কার্যক্রম।

মূল পেশাভিত্তিক লক্ষ্যভূক্ত প্রকল্প সুবিধাভোগীদের আওতায় ১৯৩৮টি পরিবারকে CHO, ১৮১৫টি পরিবারকে কৃষি, ১৮২৪টি পরিবারকে মৎস্য ও ১৯২৫টি পরিবারকে উপর্জনশীল বৃত্তি কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা হয়।

অপরদিকে মাতা ও শিশু পুষ্টি কার্যক্রমের আওতায় ২১১০ জন স্তনদানকারী মাতা ও ১৬৬৩ জন গর্ভবতী নারীকে সম্পুরক পুষ্টি সাহায্য দেয়া হয়।

প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য, এসডিআই মূল সৌহার্দ্য কর্মসূচির অন্তর্ভূক্ত একমাত্র অংশীদার যার নিয়ন্ত্রণে একটি খাদ্য গুদাম পরিচালিত হয়েছিলো। আর এর ফলে খাদ্য গুদাম ব্যবস্থাপনায় এসডিআই অতি মূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে।

সাফল্যের হার

এসডিআই এ প্রকল্পের সার্বিক লক্ষ্যমাত্রা (আর্থিক, ভৌতিক, গুণবাচক) ৯০% এর বেশী অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এ সাফল্য SHOUHARDO Program-এর মুষ্টিমেয় সর্বোচ্চ সাফল্য অর্জনকারীদের অন্যতম। প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়নের কারণে CARE Bangladesh-এ Chief of Party জনাব ফাহিম খান-এর পক্ষ থেকে এসডিআইকে বিশেষ ধন্যবাদসূচক পত্রও দেয়া হয়েছে।

প্রকল্পের অর্জন

- ৫২টি গ্রাম উন্নয়ন কেন্দ্র (Village Development Committee) স্থাপন
- ৫২ জন কমিউনিটি স্বাস্থ্য কর্মী (CHV) গড়া
- ২৬ জন ECCD (প্রাক শৈশব উন্নয়ন কেন্দ্র) শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান
- ২টি কমিউনিটি ল্যাট্রিন স্থাপন।
- ৩৭৭৩ জন স্তনদানকারী মা ও গর্ভবতী মহিলাকে ৯৫৫ সেট সম্পুরক খাদ্য প্রদান
- ৩০০০ জন নারী ও কিশোরীকে EKATA (Empowerment Knowledge and Transformative Action) কর্মসূচিতে সম্পৃক্তকরণ
- কাজের বিনিময়ে খাদ্য – ২২২৮৪ শ্রম দিবস কর্মসৃজন, ৩০ টন খাদ্য ও নগদ টাকা ১,৪১৩,০৮৭ প্রদান
- কাজের বিনিময়ে নগদ অর্থ – ২৬৬ জনকে নগদ টাকা ৮,৫৬৩.৬০ প্রদান
- সমন্বিত বসতবাড়ি উন্নয়ন (CHD) – অতিদরিদ্র ১৮৯০ পরিবারকে সহায়তা প্রদান
- ১৭৭৮টি পরিবারকে বৃত্তি ও আয়বর্ধনমূলক দক্ষতা প্রশিক্ষণ ও উৎপানকারী সরঞ্জাম ও কাঁচামাল প্রদান
- ১৯২৯টি পরিবারকে সবজি ও ফলমুল বীজ সরবরাহ করা হয়েছে
- ৯৩০ পরিবারকে কৃষি জমিতে বপনযোগ্য ধান বীজ সরবরাহ
- ৭২০ পরিবারকে মাছ ধরার জাল ও সূতা সরবরাহ
- ১০৭৭ জনকে মাছ চাষের উপকরণ সরবরাহ
- ৩৮০টি পরিবারকে ছাগল/ভেড়া প্রদান
- ৫০টি প্রদর্শনী প্লট স্থাপনে সহায়তা
- ২৭টি কমিউনিটি Total Sanitation অর্জন

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

১. স্থায়ী ও অস্থায়ী খাদ্য অনিশ্চয়তায় নাজুক পরিবারদের খাদ্য নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় আয় ও কর্মসংস্থানমূলক বিভিন্ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করা।

২. লক্ষ্যভূক্ত অতিদরিদ্র উপকারভোগীর স্বাস্থ্য ও পুষ্টিমানের টেকসই উন্নয়ন ঘটানো।

৩. নারী ও কিশোরীদের ক্ষমতায়ন।

৪. প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রস্তুতি ও মোকাবেলার সক্ষমতা বাড়ানো।

ফলাফল

১. লক্ষ্যভূক্ত উপকারভোগী গর্ভবতী ও প্রসূতি মাতাদের অপুষ্টি উল্লেখযোগ্য মাত্রায় নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

২. স্তনদানকারী মা প্রয়োজনীয় পুষ্টি গ্রহণ করতে পারায় শিশুদের স্বাস্থ্য অটুট থেকেছে, স্বাভাবিক বিকাশ হয়েছে।

৩. লক্ষ্যভূক্ত পরিবারদের আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ও কর্মসংস্থান হওয়ায় তাদের জীবিকার উন্নয়ন ঘটেছে।

৪. সবজি ও অন্যান্য মাঠ ফসলের বীজ সরবরাহের কারণে একদিকে পারিবারিক সবজি গ্রহণ বেড়েছে, অন্যদিকে আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫. জাল বুননকারী নারীদের সূতা সরবরাহ করায় তারা জাল তৈরি করে আয় বৃদ্ধি করতে পারছে।

৬. গ্রাম উন্নয়ন কমিটি ও কমিউনিটি ভলান্টিয়ারগণ দক্ষ হয়েছে। তারা স্থানীয় সরকার ও সেবা প্রদানকারী সংস্থার সাথে কার্যকর সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে ও হচ্ছে।

৭. ইউনিয়ন দুর্যোগ প্রস্তুতি কমিটির ভলান্টিয়ারগণ আরো দক্ষ হয়েছে। বিগত আইলা ঘূর্ণিঝড়ের সময় তারা সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিল।

৮. নারী সদস্যরা অনেক বেশি সাহসী ও সক্রিয়। ইতোমধ্যে একটা চক্রের ২ জন সদস্য ইউনিয়ন শিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সদস্য হয়েছেন।

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও কৃষি বিষয়ক মেলা ২০০৯

দুর্যোগ প্রস্তুতি বিষয়ক আকর্ষণীয় মহড়া অনুষ্ঠিত

সন্দ্বীপ উপজেলা সদর প্রাঙ্গণে প্রতি বছরের মত এবারও অনুষ্ঠিত হলো দুর্যোগ প্রস্তুতি ও কৃষি বিষয়ক মেলা-২০০৯। অক্সফাম-জিবি'র সহায়তায় এসডিআই-এর সন্দ্বীপস্থ সিবিডিআরএমপি প্রকল্পের উদ্যোগে আয়োজিত এ মেলা গত ৩০-৩১ মার্চ, ২০১০ সন্দ্বীপ উপজেলা কমপ্লেক্স মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। এ মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অক্সফাম-জিবি'র প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর (সাউথ) অনিক আসাদ। সন্দ্বীপ উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা 'গেষ্ট অব অনার' হিসেবে সভায় উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন অক্সফাম-জিবি'র প্রোগ্রাম অফিসার মিজ্ খোদেজা আকতার রুমী। সমাপনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন সন্দ্বীপ সরকারি হাজী এবি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ তপন কান্তি চক্রবর্তী।

মেলায় কৃষি, দুর্যোগ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন প্রদর্শনী স্টল বসেছিল যা থেকে দর্শক বিভিন্ন তথ্যে সমৃদ্ধ হতে পেরেছে। এসডিআই-এর বিভিন্ন প্রোগ্রাম ছাড়াও অন্যান্য যারা স্টল দিয়েছেন তাদের মধ্যে রয়েছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, উপকূলীয় পল্লী বিদ্যুতায়ন সমিতি, ব্র্যাক, কারিতাস, বিএনপিএস ইত্যাদি।

মেলার আকর্ষণীয় দিক ছিল দুর্যোগ প্রস্তুতি বিষয়ক মহড়া। দুর্যোগ পূর্ব, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী করণীয় বিষয়ে জনসচেতনতা গড়ে তুলতে এ মহড়া মেলায় উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে দারুন সাড়া জাগায়। এছাড়া মেলার আর একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল কবি আব্দুল হাকিম অডিটরিয়ামে বিশিষ্ট নাট্যকার আবুল কাশেম রচিত দুর্যোগ প্রস্তুতি ও জেন্ডার অধিকার সচেনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে রচিত নাটক 'সাগর সংগ্রামী'র মঞ্চায়ন ও এসডিআই-এর কালচারাল স্কোয়াড পরিচালিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা।

হারিকেনের বিনিময়ে সৌরলণ্ঠন

সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে পরিদর্শক দল বাঘুটিয়া বাচামরায়

গত ২২ এপ্রিল Wellbeing Green-Australia এবং Australia Bangladesh Solar Power Ltd. এর পক্ষ থেকে যথাক্রমে গ্রেইম টাওয়ার্স ও আলি এম. ওবায়েদ এবং পংকজ রাজবংশী ও গিয়াসউদ্দিন মোল্লা দৌলতপুর উপজেলার বাঘুটিয়া ও বাচামরার প্রত্যন্ত গ্রাম বাজেতালুক পরিদর্শন করেন। তাঁরা এ গ্রামের এসডিআই সংগঠিত মহিলা দলের সাথে কথা বলেন। বিশেষ করে তাঁরা ঘরে ব্যবহৃত লণ্ঠন, কুপি সম্পর্কিত বিষয়ে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করেন। তাদের পরিদর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো - বাংলাদেশের বিদ্যুতবিহীন গ্রামাঞ্চলে কেরোসিন চালিত যেসব কুপি ও হ্যারিকেন ব্যবহৃত হয়ে থাকে তাতে কি পরিমাণ কার্বন বা গ্রীনহাউজ গ্যাস নিঃস্বরণ হয় তার ধারণা করা এবং পাশাপাশি এসব কুপি ও হারিকেনের বদলে সৌর লণ্ঠন বিনিময়ের সাম্ভাব্যতা যাচাই করে দেখা। এরপর প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব জনাব নজরুল ইসলাম-এর সাথে এই অস্ট্রেলিয়ান উদোক্তাদের দলটি সাক্ষাত করেন। উল্লেখ্য, এসডিআই বাংলাদেশে বাতি বিনিময় কর্মসূচি বাস্তবায়নযোগ্য করার জন্যে বিভিন্ন পর্যায়ে (রিসার্স, মতবিনিময়) স্থানীয় পার্টনার হিসেবে কাজ করবে।

অধ্যাপক আবুল হোসেন জাবি সিনেট সদস্য

জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি, পদার্থ বিভাগের অধ্যাপক আবুল হোসেন সর্বোচ্চ ভোটে শিক্ষক ক্যাটাগরি থেকে সিনেট সদস্য এবং অধ্যাপক ক্যাটাগরি থেকে সিন্ডিকেট সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি এসডিআই-এর সম্মানিত সভাপতি। তাঁকে এসডিআই পরিবারের পক্ষ থেকে প্রাণঢালা অভিনন্দন।

পিকেএসএফ-এর 'সামগ্রিক উন্নয়নমূলক' নতুন প্রকল্প

সম্প্রতি পিকেএসএফ-এর নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে যোগদান করেছেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জামান। দায়িত্ব নিয়েই তিনি পিকেএসএফ-এর কর্মপরিধি প্রসারের উদ্যোগ নিয়েছেন। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে পিকেএসএফ Total Development (সামগ্রিক উন্নয়ন) Approach নিয়ে একটি পাইলট প্রকল্প হাতে নিয়েছে। প্রকল্পটির নাম Enhancing Resources and Increasing Capacity of Household level of the poor। এসডিআইসহ পিকেএসএফ-এর ২১টি পার্টনার সংস্থাকে উক্ত কর্মসূচি পাইলটিং করার জন্যে নির্বাচিত করা হয়েছে।

সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ সেবার পাশাপাশি দরিদ্রদের স্বাস্থ্যসেবা, পয়:প্রণালী সুবিধা, শিক্ষা, দক্ষতার উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা ও দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জন এবং সর্বোপরি জীবন-মান উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের কৃষি ও অকৃষি কার্যক্রম হাতে নিতে উৎসাহিত করা হবে। এক্ষেত্রে পার্টনার সংগঠনগুলো অনুঘটকের ভূমিকা পালন করবে। অর্থাৎ পার্টনার সংস্থাগুলো পরিকল্পিতভাবে একটি পরিবারের সকল দিকের উন্নয়ন ঘটিয়ে পরিবারটিকে দারিদ্র্যের ফাঁদ থেকে বের হয়ে আসায় অনুঘটকের কাজ করবে।

প্রকল্পের প্রাথমিক কাজ হিসেবে পিকেএসএফ র্নিবাচিত পার্টনার সংস্থাগুলো দিয়ে নির্বাচিত ইউনিয়নগুলো থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ শুরু করেছে। এসডিআই চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় হরিশপুর ইউনিয়ন 'সম্মৃদ্ধি' কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্যে নির্বাচন করেছে।

সম্পাদনা পরিষদ : সামছুল হক, এ.বি.সিদ্দিক, হাবিবুর রহমান, আনোয়ারুল আজিম। নির্বাহী সম্পাদক : আনোয়ারুল আজিম, বাড়ি: ২/৪ (৪র্থ তলা), ব্লক-সি, শাহজাহান রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।
ফোন: ৮৮০-২-৯১২২২১০, ৯১৩৮৬৮৬, ফ্যাক্স: ৯১৪৫৩৮১, ই-মেইল: sdi@bdcom.com, sdi.hoffice@gmail.com, ওয়েবসাইট: www.sdi.org.bd